লোক নাটক (গম্ভীরা) "শিকড়" (The Root)

–রণজিৎ পুরকায়স্থ

(গম্ভীরার আবহ চলছে নাচতে নাচতে গোধার প্রবেশ, সংগীত শিল্পী বলবে)

গোধা - কিছু কিছু মানুচ্ছের জীবনে বাইচ্যা থাকাটাই হইল ভুল।

শিল্পী - ঐ ছোড়া হামি যে ডাকিছি তুমি হুনতে পাচ্ছ না।

গোধা - ঐ কে বে, কে ভক ভক কইরছে বে।

শিল্পী - হৈ আমি বে।

গোধা - ও তুমি হামি ভাইবলাম কোন ভদ্রলোক।

শিল্পী - কি আমি ভদ্রলোক নাই আছিবে ? তা পোটলা পাটলা নিয়ে তুই কোন্ডে যাচ্ছিস বে।

গোধা - কেন বে তু জানস নাই, শুনছ নাই ই গেরামের বেবাক মানুষগুলা পরিবর্তন হইয়া যাইচ্ছে। তো আমি একটা গান গাছি বে। ওটা আমার দু:খের গান -

আমি কি আজ গাইব রে গান
আমার মনটা করে শুধুই আনচান।
নাসা হামায় মরদে দেয়না। ২।।
হেই মরতে - দেয় না নানা জান
আমার পরান করে শুধুই আনচান।

তা শুনলি

শিল্পী - শুনলাম, কিন্তু বুঝলাম না।

গোধা - ঐ দেখ আবার কি বুঝলি না।

শিল্পী - বুঝলাম না তোর মরার কথা। হই গোধা নিজে নিজে মরার কথা কেউ মুখে আনতে পারে রে। আত্মহত্যা যে মহাপাপ। তা কেন মরতে চাচ্ছিলি।

গোধা - ঐ দেখ আবার কি বুঝলি না ?

শিল্পী - বুঝলাম না তোর মরার কথা। হই গোধা নিজে মরার কথা কেউ মুখে আনতে পারে রে ? আত্মহত্যা মহাপাপ। তা কেন মরতে চাচ্ছিলি ?

গোধা - কব ?
হই বিজিলীর জ্বালাতে বাড়ী
মনে হয় যাই ছাড়ি
কোন কাজে হামার মন বসে না

হইয়া থাকি পেরেশান
হামার মনটা করে শুধুই আনচান।
বুঝিলি ?

শিল্পী - নাই।

গোধা - আরে শহুরি বাবু গেরামে ট্রান্সফার হইয়ে আইল না, আর হামার বিজলীরে চুরি কইরে লিয়ে গেল, তু কাহানীটাই শুন, এক বাবু বদলী হইল ত্রিপুরায়, হি আমাদের গেরামে।

(গোধার প্রস্থান, শহুরী বাবুর প্রবেশ)

শহরীবাবু - হামি অচিন দেশের কর্মচারী
পাঠাই দিছে কিরাত দেশে মারি
আমি কি করে থাকব রে
এই পাহাড়ের অন্দরে।

(মেয়েদের খিলখিল হাসি শুনা যায়, মঞ্চে আসে ও হজাগিরি নৃত্য শুরু করে। বাবু ওঠে ফটো তোলা শুরু করে। মেয়েরা লজ্জা পায়।)

শহরীবাবু - তা তোমরা কি করছ ? (ব্যঙ্গ করে দেখায়)

বিজিলী - অ্যাই অমন কথা কইবে না বাবু। ওটা হজাগিরি। আমাদের গর্ব।

শহরীবাবু - হজাগিরি ; তা তোমরা পেরেকটিস করছিলে ?

ধনিয়া - না শহরীবাবু, মাইলুমার পূজা হবে না ? তখন হজাগিরি করতে লাগেবে।

শহরীবাবু - মাইলুমা ? এটা কে ?

জয়শ্রী - মুখ সাইমলে কথা বলবে বাবু। মাইলুমা আমাদের দেবতা আছে। লক্ষী চিনিস ? ওই লক্ষী (প্রণাম করে)

শহরীবাবু - ঠিক আছে, ঠিক আছে, তো এইটা কি নাচ ? আজকাল এই নাচ চলেনা রে আজকাল চলে -

(ওয়েস্টার্ন ড্যান্স দেখিয়ে)

(সবাই মুখ বাঁকিয়ে চলে যায় শুধু বিজলী আর ধনিয়া থেকে যায়, শহরীবাবু খুশী হয়ে তাদের নাচ দেখায় - চতারা চেষ্টা করে। হঠাৎ তাদের খেয়াল হয় তারা একা, লজ্জা পেয়ে দৌড়ে চলে যায়।)

(সব বান্ধবীরা আসে)

রূপশ্রী - দেখ গত বছর কিন্তু মাইলুমার পূজাতে খুব মজা হয়েছিল, আমি কি সুন্দর সেজেছিলাম বল।

সাধনা - সাজার কথা ছাড় তো, এবার স্বাম আর সুমু কর বাজাতে বলতো

গিরিজা - কেন, জয়চাঁদ, গজেন্দ্র এরা আছে না।

সাধনা - কই এদের তো আজকাল দেখাই পাই না।

গিরিজা - ওই দেখ বলতে বলতে ওরা এদিকেই আসছে, এবার যাও, গিয়ে জিজ্ঞেস করো।

(সবাই হাসে, শুধু বিজলী, ধনিয়া কি যেন এদিকে ওদিকে খুঁজছে)

(Hindi গানের সাথে নাচছে)

সাধনা - এ্যাই জয়চাঁদ তোরা আজকাল নাচের মহড়ায় আসিস না কেন রে ?

ঝিমলী - আরে হ্যাঁ, তোরা ছাড়া খাম আর সুমুকে কে বাজাবে বলতো ?

গজেন্দ্র - দেখ সাধনা আমাদের এখন এতো সময় নাই, বউত busy আছি।

সাধনা - কি ? busy ? তা কি এতো busy শুনি ? খুবতো নাচ গান করতে করতে আসছিলি ? কোথায় গিয়েছিলি ?

জয়চাঁদ - শহরে- আগরতলা, রূপসীতে যা একটা ইংরেজী সিনেমা লাগিয়েছে না।

ঝিমলী - ও এ্যাই তোমাদের ব্যস্ততা না, আর লক্ষী পূজা যে আসছে, হজাগিরি করতে লাগবে যে সেদিকে কেন খেয়াল নাই ?

গজেন্দ্র - এই সব বলে লাভ নেই, ছাড় এসব ছাড়, আজকাল এইগুলো কেউ দেখে না।

জয়চাঁদ - Hip-hop stretching

সাধনা - আর হজাগিরি ! ধামাইল ! নবান্ন ! বিজু ! এই গুলো ? জানিস্ সারা দুনিয়ার মানুষ হজাগিরিকে চেনে।

গজেন্দ্র - চিনে, হাততালি দেয়, তোরা যখন কসরত করিস তখন বাহ-বাহ বলে, তারপর ?

ঝিমলী - তারপর, আবার কি ?

গজেন্দ্র - পেট ভরবে ? টাকা কামাতে পারবি ? বছরে দু-চার বার শহর থেকে ডাক আসবে, আর সবাই গাড়িতে ছাগলের মতো ভিড় করে উঠে শহরে গিয়ে নাচ করবি, সারা বছরে কামাবে ৫০০/- , ৭০০/-

জয়চাঁদ - না না ধর ১০০০/-, ২০০০/- আর আমরা Western Dance Academy থেকে নাচ শিখে এই গ্রামে খুলবো "G-J Dance Academy" মাসে ২০,০০০/- টাকা রোজগার।

সাধনা - G-J ?

গজেন্দ্র - "Gajendra-Joychand Dance Academy" টিং টং।

(দুজনে হাসতে হাসতে চলে যায়। মেয়েরা হতাশ হয়।)

গিরিজা - ওদের মাথাটাই গেছে। এখন কি হবে পূজোর যে আর দেরী নেই। চল বুড়াকে গিয়ে সব বলি। বুড়াই ব্যবস্থা করবে। (হঠাৎ নজরে আসে বিজলী,

ধনিয়া কি যেন দেখছে) এ্যাই, আমরা এখানে নাচের কি হবে ভাবছি, আর তোমরা কি শুধু এদিক ওদিক দেখছো ?

(সবাই কে টেনে উঁচু সিড়ি বানায়)

সবাই - কি, কি ? হলো কি ?

(বিজলী ওঠে দেখে ও ডাকে)

গিরিজা - কাকে ডাকলি রে ?

ধনিয়া - শহুরী বাবুকে ?

সবাই - কেন ?

ধনিয়া - আমাদের বিজলী শহুরে বাবুর সাথে দেখা করবে, কথা বলবে, একটু নাচ শিখবে, আর...

সবাই - আর..... ?

বিজলী - (লাফিয়ে সকলের কোলে ওঠে) দোল খাবে)

গিরিজা - (কোল থেকে নামিয়ে) দেখ্ বিজলী, শহুরী বাবু এখানে কাজ করতে আসলে কাজ করুক, আমরা তাকে ভালোবাসবো, এইখানে আগলে রাখব। আর যদি গোষ্ঠীর পিন্ডিগুলো শিখাতে চেষ্টা করে, নষ্ট করতে চায় আমাদের, তাহলে ভাল হবে না বলে দিলাম।

সাধনা ও ঝিমলী - ঠিক বলেছো গিরিজা দিদি।

গিরিজা - এই চল, সবাই চল্ এখান থেকে (বিজলী হাত ছাড়িয়ে নেয়)

বিজলী - যাও তোমরা, আমি এখানেই থাকব।

ধনিয়া - আমিও

রূপশ্রী - আমিও

জয়শ্রী - আমিও

(গিরিজা, ঝিমলী, সাধনা মুখ ঝামটা দিয়ে চলে যায়)

ঝিমলী - দিদি তোমরা যাও, আমি একটু দেখে আসি -

(সকলে হাসবে, গিরিজা ও সাধনা চলে যায়)

(গোধার প্রবেশ)

গোধা - বিজিলীর জ্বালাতে বাড়ি
মনে হয় যাই ছাড়ি ।। ৩ ।।

শিল্পী - হেই গোধা তা তোর বিজলি কি বাবুর বাড়ি গেলরে ?

গোধা - গেল মানে ? গেলতো গেল আর বেবাক মানুষরে লিয়ে গেল।

শিল্পী - আচ্ছা ! বল বল ! তারপর কি হল ? কি করল ওরা ?

গোধা - বিজলীরা তখন আকাশে ভাইসছে, কল্পনায় দেইখছে রঙিন দুনিয়া।

ভুইলে গেল নিজের গাও, নিজের ইজ্জত, সব লুইটে দিল ওই অচিন শহুরী বাবুর পায়ে রে শহুরী বাবুর পায়ে। (প্রস্থান)

(বাবুর বাড়ির জলসা। বাবু গীটারে কোন ইংরেজী সুর ভাজছেন আর সবাই চেষ্টা করছে, কখনও চলছে নাচ) (যাবার সময়)

বিজলী - হেই বাবু তোমার গান, তোমার নাচ আমাকে কোথায় নিয়ে যায়।

বাবু - তোমার নাচ, তোমার অতীত এগুলি ?

বিজলী - আমি সব ভুলে যেতে চাই, আমি তোমার সাথে হারিয়ে যেতে চাই।

কোরাস -আমি তোমার সাথে হারিয়ে যেতে চাই।

(লাইট অফ)

(উৎসবের সাজ সজ্জা)

(নাচের ঘোষণা, নাচ শুরু হলে মেয়েদের হাত থেকে পড়ে যায় থালা, রাগ করে তারা সব রেখে শুরু করে Western Dance সবাই চমকে ওঠে। শুরু হয় ঝগড়া)

পুরোহিত - বন্ধ কর, বন্ধ কর, কোত্থেকে শিখেছিস এইসব।

গিরিজা - আমি তোমাকে বলেছিলাম না বুড়া মেয়েরা সব এই বাবুর পাল্লায় পড়েছে, ভুলে যাচ্ছে নিজের অতীত, শিকড়।

সাধনা- এই বাবু, এই সংস্কৃতি আমরা বহু কষ্টে, বহুদিনে বানিয়েছি, শিকার করতে করতে, জুম চাষ করতে করতে। একে একদিনে নষ্ট হতে দেবনা।

(ছেলেরা বাবুটিকে ঘিরে ধরে, মেয়েরা গিয়ে বাঁচাতে চেষ্টা করে, তখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয় এই ফাঁকে বাবুটি পালিয়ে যায় টা টা দিয়ে।)

(গোধার প্রবেশ)

এইবার বুঝলি আমার বিজলি কিভাবে হামাকে ছেড়ে চইলে গেল।

বিজিলীর জ্বালাতে বাড়ি
মনে হয় যাই ছাড়ি।। ২ ।।

নানি - গোধা এই গোধা (এসেই মারে)

গোধা - এ্যাই কে মারিলি বে।

নানি - আরে হামি বে।

গোধা - ও নানি, তা তুই মারিলি কেনে বে।

নানি - হামি তোমাকে সাড়া গাও খুঁজিছি আর তুমি ইখানে বিজলির কথা বিলে কান্নাকাটি কইরছ।

গোধা - কেনে কইরব না কও, সব বিদেশী বাবুর পেরেমে পইরে গেল, হামার গাওয়ের কি অবস্থা হবে, কে বাইচা রাখবে হামার সংস্কৃতি।

নানি - এই তো একটা কামের কথা কহলি। কিন্তু তুই মইরলে বা গাও ছাড়ি